প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ১৩ নভেম্বর ২০১৩

পোল্যান্ডের ওয়ারস'তে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার ১৯টি সুশীল সমাজ সংগঠনের সেমিনার

উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অবশ্যই জলবায়ু তাড়িত উদ্বাস্তুদের অধিকারের কথা তুলে ধরতে হবে

ওয়ারস', পোল্যান্ড, ১২ নভেম্বর ২০১৩: আজ পোল্যান্ডের ওয়ারস'র জাতীয় স্টেডিয়ামে চলমান ১৯তম আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনস্থলে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা ও বাংলাদেশের ১৯টি সুশীল সমাজ সংগঠন "জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত: অধিকার এবং সাধারণ ও স্বতন্ত্র দায়ভারের প্রশ্ন" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। সেখানে বক্তারা বলেন, উন্নয়নশীল দেশ ও বিশেষ করে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ড় দেশগুলোর উচিত জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের অধিকারের বিষয়টি দোহা ও কানকুনের ধারাবাহিকতায় বর্তমান আন্ড়র্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনে জোরেশোরে তুলে ধরা। তারা আরো বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী শিল্পোন্নত দেশগুলোকেই পল্যুটার পে প্রিন্সিপ্যাল অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি, জাতিসংঘের বিদ্যমান কর্মকাঠামো অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো ঐ বাস্তুচ্যুতদের জন্য একটি জাতীয় স্থানান্ড়র নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

সেমিনারে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশি সংগঠন সিএসআরএল-এর ড. আহসান উদ্দীন এবং মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন অক্সফাম এশিয়ার জিয়াউল হক মুক্তা। অন্যান্য বক্তার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাকজা আফ্রিকার স্যামসন ওগালণ্ডা, ভারতের সৌম্য দত্ত এবং অজয় ঝা।

যৌথভাবে সেমিনারটি আয়োজন করে আফ্রিকার পাকজা, ল্যাটিন আমেরিকার ইনিশিয়েটিভ, ইউরোপের জুবিলি ডেবট ক্যাম্পেইন এবং ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জুবিলি সাউথ এপিএমডিডি এবং পিএমসিসি, দক্ষিণ এশিয়ার সাপি এবং এলডিসি ওয়াচ, ভারতের পৈরিভি, বিয়ন্ড কোপেনহেগেন, বিজেভিজে এবং কোইসিডিকন এবং বাংলাদেশের বাপা, বিপনেটসিসিবিডি, সিএসআরএল, সিএফজিএন, ক্লিন এবং ইক্যুইটিবিডি।

মূল বক্তব্য উপস্থাপনের সময় অক্সফাম এশিয়ার জিয়াউল হক মুক্ত বিভিন্ন গবেষণালব্দ তথ্যের বরাত দিয়ে বলেন, ২০৫০ সালের মধ্যে সারা পৃথিবীতে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত লোকের সংখ্যা দাঁড়াবে ২৫ থেকে ১০০ কোটি। বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, নিউ জিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, কানাডা, মালয়েশিয়া এবং ইউরোপিয় ইউনিয়ন ভবিষ্যত জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের কথা ভেবে তাদের আইনে নানা শিথিলতা আনছে, যদিও সেখানে এখনও কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে। তিনি এর পক্ষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান গ্রহণের কথাও জানান।

পাকজা (প্যান আফ্রিকান ক্লাইমেট জাস্টিস এলায়েন্স)'র স্যামসন ওগালণ্ডা বলেন, ওয়ারস' তে চলমান আন্ড়র্জাতিক জলবায়ু সম্মেলন বা কপ-১৯ কে অবশ্যই জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ড়ে আসতে হবে। কারণ, আফ্রিকার অনেক মানুষকে অদূর ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাদের বাস্তুভিটা ছাড়তে হবে।

ভারতের বিয়ন্ড কোপেনহেগেন নামে সুশীল সমাজ সংগঠনের একটি জোটের পক্ষ থেকে সৌম্য দত্ত ভারতের উত্তরাখন্ডের সম্প্রতিক অতিবৃষ্টির ঘটনার কথা উলেণ্ঢখ করে বলেন, এর ফলে ভারতে ব্যাপক অভ্যন্ড়রীণ স্থানান্ড়র ঘটিয়েছে। ভারতের পৈরিভি'র অজয় ঝা এ বিষয়ে ইউএনএফসিসিসি-র কাছ থেকে আইনী কাঠামো দাবি করেন।

ড. আহসান উদ্দিন সেমিনারের সঞ্চালক হিসেবে উপসংহার টানেন, বৈশ্বিক নীতি নির্ধারকদেরকে অবশ্যই পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকারের সাথে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত মানুষদের পুনর্বাসন ও স্থানান্ড়রের বিষয়টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বার্তা প্রেরক
তাপস চক্রবর্তী, ওয়ারস' পোল্যান্ড, মোবাইল: +৪৮৭৩৩৯৮৪৮৭০
সৈয়দ জাহাঙ্গীর হাসান মাসুম, ওয়ারস' পোল্যান্ড, মোবাইল: +৪৮৬৯০৫০৯৯৬৩
রেজাউল করিম চৌধুরী, ইক্যুইটিবিডি, মোবাইল: +৮৮-০১৭১১-৫২৯৭৯২
মোস্তফা কামাল আকন্দ, ইক্যুইটিবিডি, মোবাইল: +৮৮০১৭১১৪৫৫৫৯১